ভোরের কাগজ

MAR. 1 1 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 7 ...

বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস : একটি 'ভয়াবহ' রূপরেখা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ভারত বর্ষের পশ্চিম অংশের চারটি প্রদেশ (পশ্চিম পাকিস্তান) ও পূর্ব অংশের বঙ্গ দেশের বৃহদাংশ নিয়ে (পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এই দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই রাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্ব দেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সেই জন্য তাকে কায়েদে আজম আখ্যা দেওয়া হয়। ভারত বর্ষের অন্য প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় হিন্দু অধ্যুষিত ভারত। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১২শ' মাইল। মধ্যখানে 'ভারত। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন বিশাল; পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ভাষাও ভিন্ন— পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি— ৫৬ শতাংশ হলেও পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে, পরে ইসলামাবাদে। ফলে প্রশাসন থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সর্বপ্রকার ক্ষমতাই থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করা হয়। পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে থাকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবিচার করতে থাকে। এই সমস্ত শোষণ ও অবিচারের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোনো নেতা বা ব্যক্তি ছিলেন না যিনি জনগণের ক্ষোভের বিষয়টি বুঝতে পারেন।

জিয়াউর রহমান নামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন বাংলাভাষী মেজর পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। তিনি হঠাৎ করেই একদিন সকাল বেলা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ— বুঝে ফেললেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ক্ষোভের মনোভাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে একটি তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানালেন। (এই ঘোষণার একমাত্র সাক্ষী আরেক বাংলাভাষী মেজর, মীর শওকত আলী।) মেজর জিয়া অবশ্য বুঝতে পারলেন যে, তার ঘোষণাটি সারা দেশবাসীকে শুনানো দরকার। তাই তিনি রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীকে 'হুকুম' করলেন কালুরঘাটে বেতার কেন্দ্র স্থাপন করতে। তারা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সেটা স্থাপন করলে সেখান থেকে অর্থাৎ রেডিও মারফত মেজর জিয়া ২৬ মার্চেই পুনরায় ঘোষণা দেন। (স্মরণ রাখতে হবে যে, কালুরঘাট বেতারের ফ্রিকোয়েন্সি ছিল এক কিলোওয়াট। ঐ কিলোওয়াটের ধ্বনিতরঙ্গ সারা পূর্ব পাকিস্তানে শোনা যায় কিনা সে প্রশ্ন তোলা যাবে না)। তবে ঐ বেতার কেন্দ্রের একজন 'আদবহীন' কর্মকর্তা বেলাল মোহাম্মদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। কারণ সে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে একটা বই লিখে তাতে উল্লেখ করেছে, মেজর জিয়া ২৭ মার্চ রেডিওতে কোনো এক শেখ মুজিবের পক্ষ হয়ে ঘোষণাটি দেন। তার এই 'মিথ্যাচার' রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া উচিত বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী মেজর জেনারেল টিক্কা খান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালেককে। (মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কারণ তারা আমাদের প্রিয় পাকিস্তানি বেরাদর।) জেনারেল টিক্কা কেন বাংলাদেশের সাংবাদিক মুসা সাদিককে বলেছিল যে, ২৬ মার্চ রাতেই 'ম্যায়নে খোদ শেখ সাবকো রেডিও পর এক ফ্রিকোয়েন্সিসে Independence এলান করতে সুনা।' (মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম, মুসা সাদিক, পৃঃ ৩৫) মুসা সাদিককেও মৃত্যুদণ্ড- কেন সে টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। অপর পক্ষে মেজর সালেক কেন তার Witness to Surrender গ্রন্থে ২৬ মার্চ রাত ১২টার পর শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে মেজর জিয়াকে ছোট করার অধিকার তাদের (টিক্কা ও সালেকের) নেই। তারা নিশ্চয়ই তাদের সেনাবাহিনীর একজন বাঙালি মেজরের কৃতিত্বে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল।

যাই হোক রেডিওতে মেজর জিয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মেজর জিয়া একাই এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তার প্রধান উপদেষ্টা ছিল অধ্যাপক গোলাম আযম; সহকারী সেনাপতি ছিল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী। অন্যান্য সৈনিক— সঙ্গী ছিল শর্ষীনার পীর, আলী আহসান মুজাহিদ, আবদুল কাদের মোল্লা, আবদুল আলীম, মওলানা আবদুল মান্নান, মরহুম শাহ আজিজুর রহমান, মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী, তদীয় পুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী প্রমুখ। দীর্ঘ প্রায় ৯